আজকের কাগজ
তারিখ 20 MAY 1992
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

প্রসঙ্গঃ এবারের এস.এস.সি পরীক্ষা

সানাউল হক খান

সম্প্রতি এস.এস.সি পরীক্ষা ১৯৯২ শেষ হয়েছে।

এস.এস.সি মানে এক সময়ের ম্যাট্রিক এবং বহুযুগ আগের এনট্রান্স। তবে 'ম্যাট্রিক নামে' আজও সমধিক পরিচিত। জনমত নির্বিশেষে। 'ম্যাট্রিক' নামের এই বেড়াটি অতিক্রম করার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষাজীবনের প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করে পরবর্তী স্তরে পা রাখার জন্যে এর একটি সম্মানজনক সনদের প্রয়োজন রয়েছে। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক নির্বিশেষে সকলের কাছে তাই ম্যাট্রিক ভালো রেজাল্ট করার বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যময় হিসেবে বিবেচ্য।

শিক্ষাকে ব্রত করে যেসব ছাত্র-ছাত্রী ভবিষ্যৎ জীবনে পেশাগত ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দ্যাখে, এমন কি বৃত্তি হিসেবে শিক্ষাকেই যারা মহৎ জীবনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয়, তাদের জন্যে এস.এস.সি পরীক্ষায় সফল অতিক্রমণের প্রশ্নটি অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত।

আমরা অনেকেই স্কুল-জীবন ছাড়িয়ে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী পেরিয়ে, উন্নততর শিক্ষাজীবনে প্রবেশ করা মাত্রই স্কুল-জীবনের বিচিত্র ঘটনাঘটনকে বেমালুম ভুলে যাই। অবশ্য এ কথা ঠিক, কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপক জীবন-যাত্রা, ঘটনাবলী এবং চিত্র ও চরিত্রের কাছে স্কুল-জীবনের অতিক্রান্ত পরিমণ্ডল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—হয় ঢাকা পড়ে যায়, নচেৎ তরল এবং হাল্কা বলেই মনে হয়। কিন্তু শিক্ষাজীবনের সূচনালগ্নটি যাতে সুন্দরতর হতে পারে, সেই স্বার্থে আমাদের কর্মকাণ্ডে ভাটার কুলক্ষণ আমরা কী অস্বীকার করতে পারি? Charity begins at home -এর মতো education begins at School বিষয়টি কি প্রণিধানযোগ্য নয়?

স্কুল জীবনেই শিক্ষার শুরুটা যাতে সুন্দর ও জীবন গঠনের লক্ষ্যে সুপরিকল্পিত কাঠামোর মধ্যে গড়ে উঠতে পারে, সেজন্যে প্রায়শঃই দেখা যায় (এবং শোনা যায়) মহলবিশেষের তৎপরতাঃ মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদদেরও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার জন্যে বক্তব্য রাখেন, বিবৃতি দেন। সেমিনার সিম্পোজিয়ামে সোচ্চার হন কল্যাণমুখী শিক্ষাব্যবস্থার স্বার্থে ঃ অমুক সাল নাগাদ 'সকলের জন্যে শিক্ষা' নামক শ্লোগানটির পেছনে নিজেদের ধ্যান-ধারণা সম্পৃক্ত করার জন্যে তাদের ব্যস্ততাও পরিলক্ষিত হয়।

মোতাহার হোসেন চৌধুরী শিক্ষাক্ষেত্রে দৈন্যদশার ব্যাপারটি বহু বছর আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেনঃ তিনি তাই নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করেছিলেন-

'আর্থিক দৈন্যের পরেই যে দৈন্য আমাদের চক্ষে পড়ে, সেটি আমাদের শিক্ষার দৈন্য'.......

রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর প্রবাসী মেয়ে-জামাইকে উদ্দেশ্যে করে লিখেছিলেন—'ঈশ্বর তোমার বিদ্যাবুদ্ধি হৃদয় মনকে স্বদেশের মঙ্গলসাধনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত করিয়া দেশে ফিরাইয়া আনুন—তোমার জীবন তোমার, স্বদেশীয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপে চিরোজ্জ্বল হইয়া থাক.....'

বস্তুত উন্নত শিক্ষাব্যবস্থাকে সামনে রেখে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন, বলছেন এবং বলতে থাকবেন। সবই আপাতদৃষ্টিতে সংস্কারমূলক বৈপ্লবিক চিন্তাধারার যথোপযুক্ত সুপারিশ হিসেবে চিহ্নিত। সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। আপাতত আমার প্রসঙ্গ এস.এস.সি।

এবারের এস.এস.সি এমন এক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা শুধু নতুনই নয়, অভিনবত্বেরও দাবীদার। গণিত এবং উচ্চতর গণিত ছাড়া বাকী প্রায় সব বিষয়গুলোর প্রত্যেকটিতে ১০০ নাম্বারের মধ্যে ৫০ নাম্বার করে ছিলো নৈর্ব্যক্তিক (objective) প্রশ্নের। প্রশ্নের নিচে উত্তরলিপি ছিলো। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রশ্নের নিচে ৪/৫টি উত্তর ছিলো, সঠিক উত্তরের বামপার্শে শুধু একটি করে টিক (✓) চিহ্ন দেয়া। যেমন; (উদাহরণস্বরূপ)

সিপাহী বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়

(ক) ১৮৫৪ সালে

(খ) ১৮৫৫ সালে

(গ) ১৮৫৭ সালে

(ঘ) ১৯৩৬ সালে

এখানে মোটামুটি ধ্যান-ধারণা সম্পন্ন ছাত্রের পক্ষে ১৯৩৬ সালটা সঠিক বলে বিবেচিত না হলেও ১৮৫৪, ১৮৫৫ এবং ১৮৫৭ সালগুলো এতই কাছাকাছি যে নির্ভুল উত্তরটির (মাত্র ১ মিনিটের মধ্যে) জন্যে সেই ছাত্রকে সত্যিসত্যিই Task Force বইয়ের শরণাপন্ন হতে হয়েছে।। ঠিক এ রকমভাবে ৪৫০ মার্কের জন্যে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে Task Force বইয়ের ৪৫০০ (চার হাজার পাঁচ শত) প্রশ্নের সঠিক জবাবের শরণাপন্ন হ'তে হয়েছে। পরীক্ষায় এক একটি বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক ৫০ নাম্বারের জন্যে সময় দেয়া হয়েছে ৫০ মিনিট। কেউ কেউ পেরেছে। কেউ কেউ তালগোল পাকিয়েছে, ধান্ধায় পড়েছে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই আবার চটপট ৫০ মার্কের জবাব ২০/৩০ মিনিটের মধ্যেই সেরে ফেলেছে কিন্তু ধার্যকৃত গোটা সময়ের জন্যে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয়েছে; উপায় নেই, নিয়ম রক্ষা করতে হবে।

নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিটা কোনো কোনো রসিকজনের কাছে 'হাঁ/না' ভোটের মতো, কারো কারো কাছে আবার লটারীর মতো ঠেকলেও কার্যত এই পদ্ধতির পেছনে ছাত্রদের মনোসংযোগের বিষয়টি ছিলো বাস্তবিকই মুখ্য। যদিও মেধা যাচাইয়ের প্রশ্নটি এখানে নেহাৎ গৌণ।

এবারের এস.এস.সি পরীক্ষায় Objective অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন কতো মার্কের হবে, তা একটা বিবেচনা সাপেক্ষ সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। এ নিয়ে একটা প্রচ্ছন্ন বির্তক রয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের জারিকৃত ১০-১০-১৯৯১ইং তারিখের এক বিজ্ঞপ্তির (সূত্র ৩৭২/ মাধ্য-পরি/২৭৯ (৪০০০) ৪ নং সিদ্ধান্তনামার এক অংশে দেখা যাচ্ছে- ' কর্মমুখী শিক্ষা, সংগীত ও ললিতকলা এবং শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বিষয় ব্যতীত সকল ব্যবহারিক বিষয়সম্বলিত বিষয় / পত্রের ক্ষেত্রে ৩৫ নাম্বারের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকবে।...'

তাহলে স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছে যে, নৈর্ব্যক্তিক ৫০ নাম্বারের (গণিত ছাড়া অন্যান্য এক একটি বিষয়ের জন্যে) সিদ্ধান্তটি মন্ত্রী বদলের পরেই হোক আর আগেই হোক, তা নিশ্চিতই ১০-১০-১৯৯১ইং তারিখের পরবর্তীকালীন কোনো এক সময়েই গৃহীত হয়। এই পরিবর্তিত সিদ্ধান্তই কোনো কোনো স্কুল জেনেছে, কোনো কোনো স্কুল জানেনি। তাই এপ্রিল '৯২ মাসে শুরু হওয়া এস.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ব্যাপক অর্থেই তা বিভ্রান্তিকর।

বিভ্রান্তি আরও লক্ষণীয়ঃ

টেলিভিশনের 'শিক্ষাঙ্গন' অনুষ্ঠানে বলা হলো যে, Task Force-এর বাইরে কোনো Objective (নৈর্ব্যক্তিক) প্রশ্ন থাকবে না, অথচ কার্যত দেখা গ্যালো, ইংরেজি ২য় পত্রে ৬টি এবং দু' /একটি বিষয়ে দু' /একটি বই-বহির্ভূত প্রশ্ন রয়েছে।

এখানেই শেষ নয়। হিসাবরক্ষণ ও কারবার পদ্ধতি বিষয়ে একটি প্রশ্নের হেরফের নিয়ে (যা ২০ মার্কের) তো দস্তুর মতো হৈ চৈ বেধে যায়। পত্রিকান্তরে জানা যায়, এ ব্যাপারে ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে মতামত জানতে চাওয়া হলে, তিনি প্রশ্নপত্রের ভুল সম্পর্কে তার অজ্ঞতার কথা জানান। হাঁ, ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়ে থাকে, কিন্তু তার খেসারত দিতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যে হয়রানির শিকার হলো, তার প্রতিকার কি? Book keeping-এর ঐ প্রশ্নটির ধাক্কায় পড়ে ঢাকা বোর্ডের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই না-কি সময়ক্ষেপণ এবং অন্য এক/আধটি প্রশ্নের জবাব দিতে না পারার অভিযোগ তুলেছে।

এ ব্যাপারে পরীক্ষা হলের গার্ডদেরও অনেকেই খুব বিচলিত ছিলেন বলে শোনা যায়। পুরনো ঢাকার দু'-একটি সেন্টারে ' ইসলামিয়াত' বিষয়ের পরীক্ষায় ফাইনাল ঘন্টা পড়ার ৫/১০ মিনিট আগে এক্সট্রা কাগজ চেয়েও পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। নিয়োজিত গার্ডদের জবাব ছিলো-'এখন সময় নেই, রিভাইস দাও।' এটা নিশ্চয়ই কিশোর মনের প্রতি অভিজ্ঞদের ন্যায়সঙ্গত আচরণ নয়। দস্তুর মতো অনিয়মতান্ত্রিক। এতো সব ত্রুটি-বিচ্যুতির যুক্তিগ্রাহ্য কোনো জবাব আছে কি?

আমরা জানি না, ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ ভুক্তভোগী ছাত্র-ছাত্রীদের এ সব অভিযোগের কী জবাব দেবেন! যে ক্ষেত্রে এবারের এস.এস.সি একটা নতুন পদ্ধতির আওতায় অনুষ্ঠিত হলো, সে ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্রের মুদ্রণত্রুটি ছাত্র-ছাত্রীদের হয়রানি টেনশন ইত্যাদি সম্পর্কে কেন পূর্বাহ্নেই যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়নি? টেলিভিশনে প্রচারিত 'শিক্ষাঙ্গন-এর নির্দেশিকার সাথে বাস্তবের কেন মিল হলো না? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার কী জবাব দেবেন? মুদ্রণকৃত প্রশ্নপত্রসমূহ নতুন পদ্ধতির পরীক্ষার পূর্বে কি একবার যাচাই কিংবা নিরীক্ষণ করা উচিৎ ছিলো না?

আগেই বলা হয়েছে—ম্যাট্রিক নামের বেড়াটি অতিক্রম করার একটা তাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে। শিক্ষাজীবনের প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করে দ্বিতীয় তথা পরবর্তী স্তরে পা রাখার জন্যে এর একটা সম্মানজনক সনদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ এই শিক্ষাকে ব্রত করেই অনেক ছাত্র-ছাত্রী পেশাগত জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের স্বপ্ন দ্যাখেঃ 'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড' নামের বেদবাক্যের প্রতি আজও অনেকেই নিবেদিত—এ কথা আমরা যেন ভুলে না যাই।

খাতা দেখার পালা এরই মধ্যে শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। খাতা যারা দেখবেন, তারা কথিত বিভ্রান্তি সম্পর্কে কতোটুকু ওয়াকিবহাল—অনেক ছাত্র-ছাত্রী আজ এ নিয়েও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত; কারণ তারা তাদের শুরুটা সুন্দর হোক, সেটাই চায়। অভিভাবক কিংবা শিক্ষক হিসেবে আমরাও নিশ্চয়ই সেটা চাই।

সানাউল হক খানঃ কবি, ফ্রি-ল্যান্সার ও কলাম লেখক, বেশ কয়েকটি কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা।